ইসলাম প্রতিদিন

নিত্যপাঠ-০২

ইসলাম এন্ড লাইফ

ISLAM AND LIFE

ইসলাম এস্টেট (৩য় তলা), ৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
+88 01708 43 41 95, +88 01818 64 65 75
info@ac.islamandlife.org, www.ac.islamandlife.org

get background at www.twitterevolutions.com

কুরআন

সূরা: আল ফীল আয়াত: ০৫ অবতীর্ণ: মক্কা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِؕ ﴿۱﴾ اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ ۙ
﴿۲﴾ وَّ اَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ ۙ﴿۳﴾ تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ﴿۴﴾
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ ﴿۵﴾

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল। আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফি তাদলিল। ওয়া আরসালা আলাইহিম তাইরান আবাবিল। তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন ছিজ্জিল। ফাজাআলাহুম কাআসফিম মা'কুল।

অর্থ: ১. আপনি কি দেখেন নি আপনার রব হাতির অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেননি? ৩. আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান ৪. যারা তাদের উপর শক্ত পোড়ামাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করে। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ-সদৃশ করেন।

হাদিস

কিতাব: রিয়াজুসসালিহিন   হাদিস নং: ০২

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها
قالت: قال رسول الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: »يَغْزُو جَيْشٌ
الْكَعْبَةَ فَإِذَا آَتُوا ببيْداء مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بأَوَّلِهِم وَآخِرِهِمْ «.
قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، آَيْف يُخْسَفُ بَأَوَّلِهِم وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ
أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنهُمْ ،؟ قَالَ : »يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُون
عَلَى نِيَّاتِهِمْ « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : هذا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ .

২/২। উম্মুল মু’মেনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একটি বাহিনী কা‘বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হবে। অতঃপর যখন তারা সমতল মরুপ্রান্তরে (বাইদা) পৌঁছবে তখন তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বললেন, তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।” সহীহুল বুখারী ২১১৮ মুসলিম ২৮৮৪

ফিকাহ

কিতাব: আহকামে জিন্দেগী **অধ্যায় : ইবাদাত** **বিষয়: শরীয়তের পরিভাষা**

ওয়াজিব: ওয়াজিব কাজ ফরযের ন্যায় অবশ্য করণীয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, কেউ ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হয় না, তবে ফাসেক হয়ে যায়। যেমন বেতরের নামায পড়া, কুরবানি করা, ফেতরা দেয়া ইত্যাদি।

সুন্নাত: যে কাজ রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণ করেছেন তাকে সুন্নাত বলে। সুন্নাত দুই প্রকার (এক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যে কাজ রাসূল সা. ও সাহাবীগণ সবসময় করেছেন বিনা ওজরে কখনও ছাড়েন নাই। যেমন আযান, ইকামাত, খতনা, বিবাহ ইত্যাদি। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবেরই মত গুরুত্বপূর্ণ, বিনা ওজরে তা ছাড়লে বা ছাড়ার অভ্যাস করলে পাপী হতে হয়। তবে ওজর বশত কখনো ছুটে গেলে কাযা করতে হয় না। (দুই) সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা, যা রাসূল সা. ও সাহাবীগণ করেছেন তবে ওজর ছাড়াও কোন কোন সময় তরক করেছেন। সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাকে সুন্নাতে যায়েদাও বলে। এটা করলে ছাওয়াব আছে কিন্তু না করলে গুনাহ নেই।